

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

14046 - যবে ব্যক্তরিমযানরে শষে দশদনি ইতকিফ করতে চান তনিকিখন মসজদিবে প্রবশে করবনে এবং কখন বরে হতে পারবনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমরিমযানরে শষে দশদনি ইতকিফ করতে চাই। আমজানতে চাই আমকিখন মসজদিবে প্রবশে করব এবং কখন মসজদি থেকে বরে হতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

ইতকিফকারীর মসজদিবে প্রবশেবে ব্যাপারে জমহুর আলমে (চার ইমাম আবু হানফি, মালকে, শাফয়ে, আহমাদ) এর অভিমিত হচ্ছ- ২১ রমযানরে রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তরে পূর্বে মসজদিবে প্রবশে করবনে। এ মতরে পক্ষে তারা নমিনোকত দললি দনে:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তনি রমযানরে শষে দশরাত্রি ইতকিফ করতনে। [বুখারি ও মুসলমি]

এ হাদসিবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তনি রাত্রিতে ইতকিফ করতনে; দনি নয়। কারণ العشر শব্দটি الليلي শব্দরে تمييز আল্লাহ তাআলা বলনে: “দশরাত্রি শপথ” [সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২]

শষে দশরাত্রি ২১ তম রাত থেকে শুরু হয়।

উপরোকত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ২১ তম রাত্রি সূর্যাস্তরে পূর্বেই মসজদিবে প্রবশে করবনে।

২- তারা আরও বলনে: ইতকিফকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতকিফ করনে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছ- লাইলাতুল ক্বদর প্রাপ্তি। রমযানরে ২১তম রাত্রি শেষদশকরে একটি বজেড রাত্রি; তাই এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়ছে। এজন্য এ রাতে ইতকিফ করাটা বাঞ্ছনীয়। [এ কথাটি ইমাম সনিদি রচতি নাসাঈর হাশিয়াতে রয়ছে; দেখুন: আল-মুগনি ৪/৪৮৯]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তবে সহহি বুখারি (২০৪১) ও সহহি মুসলমি (১১৭৩) কর্তৃক আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম যদি ইতিকাফ করতে চাইতেন তিনি ফজররে নামায পড়ে তাঁর ইতিকাফের স্থানে ঢুকে যেতেন।

এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের পক্ষে অভিমত দিয়ে বেশ কিছু সলফে সালহীন বলেন: ফজররে নামাযের পর ইতিকাফস্থলে ঢুকতে হবে। এ মতটি সৌদি ফতোয়া বৈধিক স্থায়ী কমিটি গ্রহণ করছেন (১০/৪১১) এবং বনি বাযও গ্রহণ করছেন (১৫/৪৪২)।

তবে জমহুর আলমে এ দলিলের বিপরীতে দুইটি জবাব দিয়ে থাকেন:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডোবার আগে থেকেই ইতিকাফ শুরু করছেন। তবে তিনি ইতিকাফের জন্য মসজিদে সূর্যদর্শিত স্থানে ফজররে নামাযের আগে প্রবেশ করেননি।

ইমাম নববী বলেন:

“যদি ইতিকাফ করতে চাইতেন তাহলে তিনি ফজররে নামায পড়ে ইতিকাফস্থলে ঢুকে যেতেন” এ হাদিসাংশ দিয়ে সসেব আলমে দলিল দেন যারা মনে করেন: দিনের শুরু থেকে ইতিকাফ শুরু হয়। আওয়ালি, ছাওর, এক বর্ণনামতে লাইছ এ মতের প্রবক্তা। আর ইমাম মালকে, আবু হানফি, শাফয়ী ও আহমাদের মতে, যদি গোটো মাস অথবা দশদিন ইতিকাফ করতে চায় তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করবে। যারা এ মতের প্রবক্তা তারা উল্লেখিত হাদিসটির অর্থ করেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ একাকিত্ব গ্রহণ করে ইতিকাফের বিশেষ স্থানে প্রবেশ করছেন ফজররে নামাযের পর। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ফজররে নামাযের পর ইতিকাফ শুরু করছেন। বরং মাগরবিরে আগাই তিনি ইতিকাফ শুরু করে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন; আর ফজররে নামাযের পর নরিজনতা গ্রহণ করছেন।

সমাপ্ত

দুই:

হাম্বলি মায়হাবের আলমে কাযী আবু ইয়াল আয়শো (রাঃ) এর হাদিসের একটি জবাব দেন সটেই হুছ- এ হাদিসকে এ অর্থের গ্রহণ করা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমযান ফজররে নামাযের পর ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন।

সনিদি বলেন: কয়্যাসরে মাধ্যমে এ জবাবটি জানা যায়। এ জবাবটি অধিক উত্তম এবং অধিক নরিভরযোগ্য। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-৫০১): কখন ইতিকাফ শুরু করা হবে?

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জবাবে তিনি বলেন: জমহুর আলমেরে মতে, ইতকিফেরে শুরু হচ্ছ- ২১ রমযান রাত থেকে; ২১ রমযান ফজর থেকে নয়। যদিও কোন কোন আলমে বুখারি কর্তৃক সংকলিত আয়শো (রাঃ) এর হাদিস “যখন ফজরেরে নামায পড়লেন তখন তিনি তাঁর ইতকিফস্থলে প্রবেশে করলেন” দিয়ে দলিল দিয়ে বলেন: ২১ রমযান ফজর থেকে ইতকিফ শুরু হবে। তবে জমহুর আলমে এর প্রত্যুত্তর দানে এভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোর থেকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করেন; তবে ইতকিফেরে নয়িত করছেন রাতেরে প্রারম্ভ থেকে। কারণ শেষে দশক শুরু হয় ২০ তারিখ সূর্যাস্ত থেকে। সমাপ্ত

তিনি আরও বলেন (পৃষ্ঠা-৫০৩):

ইতকিফকারী সূর্যাস্তেরে পর ২১ রমযান রাত থেকে মসজিদে প্রবেশে করবে। কারণ এটি হচ্ছ- শেষে দশকরে শুরু। আর এটি আয়শো (রাঃ) এর হাদিসেরে সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সে হাদিসেরে শব্দাবলি বিভিন্ন। সুতরাং সে হাদিসেরে যে শব্দ আভিধানিকি অর্থেরে অধিকি নকিটবর্তী সে শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। সটে ইমাম বুখারি কর্তৃক আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (২০৪১) তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকে রমযানে ইতকিফ করতেন। যখন ফজরেরে নামায পড়া শেষে হত তখন তিনি যে স্থানে ইতকিফ করছেন সে স্থানে প্রবেশে করতেন।

তাঁর বাণী: “যখন ফজরেরে নামায পড়া শেষে হত তখন তিনি যে স্থানে ইতকিফ করছেন সে স্থানে প্রবেশে করতেন” এ বাণীর দাবী হচ্ছ- এ প্রবেশেরে পূর্ববর্তী তিনি অবস্থান করছেন। অর্থাৎ তিনি ইতকিফেরে সুনরিদ্বিষ্ট স্থানে প্রবেশেরে পূর্ববে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন। আর তাঁর বাণী: “তিনি ইতকিফ করছেন” এটি অতীত কালরে করিয়া। অতীত কালরে করিয়ার মূল রূপ হচ্ছ- এর আসল অর্থবে ব্যবহার করা। সমাপ্ত

দুই: পক্ষান্তরে ইতকিফ থেকে বেরে হওয়ার সময়:

রমযানেরে সর্বশেষে দিনেরে সূর্যাস্তেরে পর মসজিদ থেকে বেরে হতে হয়।

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইতকিফকারী কি ঈদ-রাত্রির সূর্যাস্তেরে পর ইতকিফ থেকে বেরে হবে; নাকি ঈদেরে দিন ফজরেরে পর বেরে হবে?

উত্তরে তিনি বলেন:

রমযান মাস শেষে হওয়ার পর ইতকিফকারী ইতকিফ থেকে বেরে হবে। ঈদেরে রাত্রির সূর্যাস্তেরে মাধ্যমে রমযান শেষে হয়ে যাবে। ফাতাওয়াস সিয়াম (পৃষ্ঠা-৫০২) সমাপ্ত

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতঃ (১০/৪১১) এসছে-

রমযানরে দশদিনরে ইতকিফ রমযানরে শেষদিনরে সূর্যাস্তরে মাধ্যমে শেষে হবে।[সমাপ্ত]

আর যদি ফজর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে ইতকিফ থেকে সরাসরি ঈদরে নামাযে যতে চান এতও কোন অসুবিধা নই।
কিছু কিছু সলফে সালহীন এটাকে মুস্তাহাব বলছেন।

ইমাম মালকে বলেন: তিনি কিছু কিছু আলমেকে দেখেছেন তাঁরা রমযানরে শেষে দশদিন ইতকিফ করলে মানুষের সাথে ঈদরে নামায পড়ে তারপর তাদের পরিবারের নিকট ফরি আসতেন। মালকে বলেন: পূর্ববর্তী মর্যাদাবান আলমেদের থেকে এটি বর্ণিত আছে। এ মাসয়ালায় এটি আমার নিকট অধিক প্রয়ি।

ইমাম নববী ;আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

ইমাম শাফয়েি ও তাঁর ছাত্রগণ বলেন: যে ব্যক্তি রমযানরে শেষে দশদিনে ইতকিফের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে চায় তার উচ্চতি সূর্যাস্তরে আগে ২১ রমযান রাতে মসজিদে প্রবেশ করা। যতে করে, শেষে দশদিনে কোন অংশ তার ছুটে না যায়। ঈদরে রাত্রির সূর্যাস্ত যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হবে। এক্ষেত্রে রমযান মাস পূর্ণ ৩০ দিন হোক অথবা অপূর্ণ হোক। উত্তম হচ্ছে- ঈদরে রাত্রিতে মসজিদে অবস্থান করা; যতে করে ঈদরে নামায সখনে পড়তে পারে অথবা মসজিদ থেকে সরাসরি ঈদগাহে গিয়ে ঈদরে নামায আদায় করে আসতে পারে। সমাপ্ত

যদি ইতকিফ থেকে সরাসরি ঈদরে নামাযে বের হয় তাহলে নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করে নয়ো ও পরিপাটি হওয়া মুস্তাহাব। কারণ এটি ঈদরে সুন্নত। এ বিষয়টি বিস্তারিত জানতে [36442](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।